রেজিষ্টার্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ভবন
১০৮ মতিঝিল বা/এ,ঢাকা-১০০০।
www.dyd.gov.bd

নং-৩৪.০১.০০০০.০০৭.২৭.০২৩.২০১৭-২৬৪ তারিখঃ-২৬/১১/১৭খ্রিঃ।

আদেশ

যেহেতু,জনাব গোলাম ফারুক, ক্রেডিট সুপারভাইজার,শার্শা,যশোর-এর সুপারিশে একই ব্যক্তির জামিনদারিত্বে একাধিক ব্যক্তিকে ২,৩০,০০০/-টাকা ঋণ প্রদানের ফলে ১২,৭৪০/- টাকা দীর্ঘদিন ধরে খেলাপী থাকা, ৫ জন ঋণীর কাছ থেকে ১৫,১৯৯/-টাকা সার্ভিস চার্জ কম আদায়,নিয়মাচার ভঙ্গ করে ৯ জন ঋণীর মধ্যে বিতরণকৃত ৩,৩৯,০০০/-টাকার মধ্যে ২,৫৩,৪২০/- টাকা খেলাপী থাকা, ৮২ নং কেন্দ্রের সার্ভিস চার্জ বকেয়া রেখে সঞ্চয় ফেরত দেওয়ায় ২১,৭০০/-টাকা খেলাপী থাকা ইত্যাদি অভিযোগে অত্র দপ্তরের ২০-৭-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ১৩০ সংখ্যক স্মারকে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চালু করা হয়।

০২। যেহেতু, তিনি বিভাগীয় মামলায় লিখিতভাবে জবাব দাখিল করেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ২৭-৯-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে তাকে ব্যক্তিগত শুনানী দেয়া হয়। ব্যক্তিগত শুনানীকালে তিনি লিখিত জবাবে প্রদত্ত বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে বলেন যে,একই ব্যক্তির জামিনদারিত্বে বিতরণকৃত ২,৩০,০০০/-টাকা ইতোমধ্যে আদায় হয়েছে। প্রকল্প বিহীন ৫ জন ঋণীর ব্যক্তিগত সঞ্চয় হতে কম আদায়কৃত সর্ভিস চার্জ সমন্বয় করা যাবে মর্মে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন ৮ জন ঋণীর মধ্যে তিনি ঋণ বিতরণ করেছেন। তন্মধ্যে ৬ জন ঋণী ঋণের সম্পূর্ন টাকা পরিশোধ করেছেন। বাকী ২ জনের কাছে ৪১,৪১০/-টাকা খেলাপী আছে যা তিনি আদায়ের জন্য তৎপরতা চালাচ্ছেন। ৮২ নং কেন্দ্রের খেলাপী ২১,৭০০/-টাকা তিনি আদায় করেছেন বলেও উল্লেখ করেন। দফা অতিক্রম করে ঋণ দেয়ার বিষয়টি ভুল হয়েছে মর্মে স্বীকার করে তিনি ভবিষ্যতে দায়িত্ব পালনে সতর্ক থাকবেন মর্মে অঙ্গীকার করেন। সবশেষে তিনি বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি চান। অভিযুক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে একই ব্যক্তির জামিনদারিত্বে একাধিক ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান, নিয়মাচার ভঙ্গ করে প্রকল্প বিহীন ঋণ বিতরণ এবং দফা অতিক্রম করে ঋণ প্রদানের অভিযোগ রয়েছে। তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেননি। তবে ইতোমধ্যে ২ জন ঋণীর কাছে খেলাপী থাকা ৪১,৪১০/-টাকা ছাড়া খেলাপী বাকী সব টাকা তিনি আদায় করেছেন মর্মে উল্লেখ করেন।

০৩। যেহেতু,নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় ইতোপূর্বে তার বিরুদ্ধে নিজ জামিনদারিত্বে ঋণ দেওয়ার কারণে বিতরণকৃত ঋণের টাকা খেলাপীতে পরিণত হওয়া এবং যুব ঋণের টাকা আত্মসাত এর অভিযোগে চালুকৃত বিভাগীয় মামলায় তাকে ১টি বার্ষিক বর্ধিত বেতন ২ বছরের জন্য স্থগিত দন্ডে দন্ডিত করা হয়। পরে তিনি আপিল করলে দন্ড হ্রাস করে তাকে তিরস্কার দন্ডে দন্ডিত করা হয়। অর্থাৎ একই ধরণের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আগেও ছিল। সার্বিক পর্যালোচনায় তাকে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি দেয়ার কোন সুযোগ নেই।

০৪। এক্ষনে সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মচারী জনাব মোঃ গোলাম ফারুক, ক্রেডিট সুপারভাইজার,শার্শা, যশোর-কে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মতে অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হলো এবং একই বিধিমালার ৪(২)(বি) অনুসারে ২টি বর্ধিত বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী ২(দুই) বছরের জন্য অক্রমবর্ধিষ্ণু হারে স্থগিতকরণ দন্ডে দন্ডিত করা হলো। ঋণ খেলাপীর অবশিষ্ট ৪১,৪১০/- টাকা আদায়ের জন্য তাকে ৬(ছয়) মাস সময় দেয়া হলো। উক্ত সময়ের মধ্যে খেলাপীর বর্ণিত টাকা আদায়ে ব্যর্থ হলে পরবর্তী মাস হতে ৬(ছয়)টি সমান কিস্তিতে বর্ণিত টাকা তার মাসিক বেতন হতে সমন্বয়যোগ্য হবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(আনোয়ারুল করিম)
মহাপরিচালক
ফোন- ৯৫৫৯৩৮৯।

জনাব গোলাম ফারুক
ক্রেডিট সুপারভাইজার
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,শার্শা, যশোর।

নং-৩৪.০১.০০০০.০০৭.২৭.০২৩.২০১৭-২৬৪ তারিখঃ ২৬/১১/১৭খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো

০১। পরিচালক (দাঃ বিঃ ও ঋণ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,যশোর।
০৩। কম্পিউটার প্রোগ্রামার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা-কে আদেশের কপিটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।
০৪। সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৫। উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা,শার্শা,যশোর।
০৬। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,শার্শা, যশোর। (সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর শাস্তির বিষয়টি তার চাকুরি বহিতে লালকালিতে লিপিবদ্ধ করার অনুরোধ করা হলো)।
০৭। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

(মোঃ আতাউর রহমান)
সহকারী পরিচালক(শৃঙ্খলা)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা।

Shahidul/E/Realso-274